দর্শনার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী কালু গাঁজাসহ গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী কালুকে (৩৯) ৫ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানা যায় গতকাল সোমবার ভোরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই সেকেন্দার আবু জাফর সঙ্গীয় অফিসার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা পৌর এলাকার আজমপুরের জোর আলী মিজির ছেলে আফজাল হোসেন ওরফে কালু (৩৯)’র বাড়িতে অভিযান চালায়।

এসময় কালুর বসত ঘরের শয়ন কক্ষের খাটের নিচ হতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫শগ্রাম গাঁজা উদ্ধার পূর্বক জব্দ ও কালুকে গ্রেফতার করে। সকালে গ্রেফতারকৃত কালুর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা করা হয়।

উল্লেখ্য আজমপুরে কালুর বাড়ি রাতে বিভিন্ন এলাকার মাদক ক্রেতারা এসে মাদক ক্রয় করে বলে এলাকাবাসি জানায়।বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকায় মাদক কারবার করে আসছিল। কেউ কিছু বললে সকলকে ম্যানেজ করে এ ব্যবসা করে আসছিল বলে নিজেকে জহির করতো।

এ ঘটনায় কালুকে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চেক বিতরণ

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চেক বিতরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

খেলায় দুইটি শক্তিশালী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

আলমডাঙ্গায় ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৮ মামলার ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ মায়া আটক

মায়া খাতুন। আলমডাঙ্গা উপজেলায় ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ হিসেবে পরিচিত। জেল হাজতে যাওয়া যেন তার কাছে ডালভাত। এক যুগে মামলা হয়েছে ৮ বার। গ্রেপ্তারও হয়েছেন প্রায় ১৫ বার। বের হয়ে আবারও মাদক বেচাকেনায় জড়িয়ে পড়েন। সর্বশেষ গতকাল রবিবার বিকেল ৫ টার দিকে পৌর এলাকার এক্সচেঞ্জ পাড়া এলাকার তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এসময় তার বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত মায়া খাতুন (৩৫) মৃত জাহাঙ্গীর আলম ওল্টুর স্ত্রী।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানাগেছে, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ী মায়া খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বাড়ি তল্লাশি করে ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মায়ার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গাসহ বিভিন্ন থানায় ৮ টি মামলা রয়েছে। এসব মামলায় একাধিকবার জেলে গেলেও জামিনে বেরিয়ে আবারও পুরনো পেশায় ফিরে যায় মায়া।’

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন বলেন, ‘অন্তত ১৫ বার গ্রেপ্তার হয়েছেন মায়া খাতুন। প্রতিবার জামিনে বের হয়ে আবারও মাদক কেনা বেচায় জড়িয়ে পড়েন। তাকে গ্রেপ্তারের পর আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনি মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ইজিবাইক নিয়ে ছাগল চুরি: ৪ ছাগল চোরকে গণধোলাই

আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জে ইজিবাইকে ছাগল চুরি করতে এসে গণধোলাইয়ের শিকার হয়েছে। গত শনিবার দুপুরে জেহালা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এসময় ৪ ছাগল চোরকে হাতেনাতে ধরে গণধোলাই দেয় এলাকাবাসী।

চোরচক্রের সদস্যরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বুজরুগড়গড়ি গ্রামের আব্দুস ছাত্তারের ছেলে ফেরদৌস, হাটকালুগঞ্জের মৃত লতফর রহমানের ছেলে ফজলে, দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের জাহাঙ্গীরের ছেলে আলমগীর, একই গ্রামের মৃত কুতুব উদ্দিনের ছেলে গিয়াস উদ্দিন। তারা চুরির ঘটনা অকপটে স্বীকার করে ও কোনদিন চুরি করবে না বলে অঙ্গিকার করে।

স্থানীয়রা জানান, গত শনিবার দুপুরে জেহালা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক নিয়ে ৪ চোর ছাগল চুরি করতে আসে। ইজিবাইকে থাকা ৩ চোর কৃষ্ণপুর ক্যানাল পাড়ার রাস্তায় ৩ টি ছাগল দেখে দাড়িয়ে যায়। সেখানে রাস্তার পাশে ভুট্টা ছিটিয়ে দিয়ে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ছাগল গাড়ির কাছাকাছি আসলেই সুযোগ বুঝে ছাগল ধরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

এই ঘটনা বাড়ির ছাদে বসে দেখছিল এক যুবক। যুবকটি দ্রুত তাদের তাড়িয়ে ধরে ফেলে। তার চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে আসলে ওই ৪ চোর পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পরে তাদের আটক করে গণধোলাই শেষে ছেড়ে দেয় বলে গ্রাম সূত্রে জানাগেছে।

দামুড়হুদায় দুঃস্থ ও অসহায়দের মাঝে অনুদানের চেক প্রদান

দামুড়হুদা উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় উপকারভোগীদের মাঝে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি’র ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ঐচ্ছিক তহবিল হতে বরাদ্দকৃত অনুদানে চেক প্রদান করা হয়।

আজ রবিবার বিকাল ৪ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়জনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপজেলার ৪৪ জন উপকার ভোগীদের মাঝে চেক বিতরণ করেন এমপি টগর। প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ঐচ্ছিক তহবিল হতে আজ দুস্থদের মাঝে বরাদ্দকৃত অর্থের চেক বিতরণ করা হচ্ছে। ইচ্ছে করলে এই অর্থ অন্য কাজেও ব্যাবহার করা যেত। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা সব সময় চাই দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য কাজ করতে। তারই ধারাবাহিকতায় উপজেলার ৪৪ জন অসহায় পরিবারের মাঝে বরাদ্দকৃত ঐচ্ছিক তহবিলের চেক প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবির ইউসুফ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তানিয়া খাতুন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ঈমান হাফেজ মাঃ মোঃ মামুনুর রশীদ সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

প্রেমীরা সহ উপস্থিত সকলে মনোমুগ্ধকর খেলা উপভোগ করেন।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলায় যে দুটি দল অংশগ্রহণ করেন তারা হলো উপজেলার দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশ বনাম হাউলী ইউনিয়ন একাদশ। খেলার নির্ধারিত সময়ে উভয় দলই দুটি করে গোল করে খেলার সমতা বজায় রাখে। পরে ট্রাইবেকারে ৫টির মধ্যে দামুড়হুদা ইউনিয়ন একাদশ ৩টা গোল করে এবং হাউলী ইউনিয়ন একাদশ ৪টি গোল করে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলায় বিজয়ী হয়।

খেলায় রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস, ইউসুফ আলী। টুর্নামেন্টের ম্যাচ কমিশনার সাবেক জেলা ফুটবলার জাকির হোসেন। খেলায় ধারাভাষ্য দেন মোস্তাফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ঈমান হাফেজ মাও মোঃ মামুনুর রশীদ।

আলমডাঙ্গায় চিকিৎসক সংকটে ৩১ শয্যা হাসপাতালে দ্বিগুণ রোগী

এক সপ্তাহ ধরে ঠান্ডা জ্বরে ভুগছিল দেড় বছর বয়সী আফিয়া সুমাইয়া তাবাচ্ছুম। বাড়িতেই টুকটাক চিকিৎসা চলছিল তার। হঠাৎ অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানান, নিউমোনিয়া হয়েছে। তবে শয্যা না থাকায় হাসপাতালে রাখেননি। বিকেলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে।

একই দিন পার্শ্ববর্তী উপজেলার মিরপুর থানার বাসিন্দা আরজিনা বেগম নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত দুই মাসের ছেলেকে নিয়ে আসেন হাসপাতালে। শয্যা না থাকায় বেলা সাড়ে ১১টা পেরিয়ে গেলেও ভর্তি করাতে পারেননি। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বাসায় ফিরবেন, নাকি জেলার হাসপাতালে যাবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় তীব্র গরমে জ্বর, ঠান্ডা, কাশি, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বয়স্করা। বৃহস্পতিবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, টিকিটের জন্য অপেক্ষা করছে রোগী ও স্বজনরা। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন। বহির্বিভাগ ও জরুরি বিভাগের সামনেও ভিড়। সব ওয়ার্ডই রোগীতে পূর্ণ। এরই মধ্যে ৩১ শয্যার হাসপাতালটিতে ভর্তি রয়েছে ৭০ জন রোগী। প্রতিদিনই হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ জন। এতে বেড়েই চলছে রোগীর চাপ। দ্বিগুণ রোগী হওয়ায় দেখা দিয়েছে শয্যা সংকট। মেঝে-বারান্দায় চাদর ও পাটি বিছিয়ে বসে ও শুয়ে আছে রোগী ও স্বজনরা। প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা তাদের। বিছানার পাশ দিয়ে মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে। পায়ের ধুলাবালু উড়ে বিছানায় ও নাকেমুখে যাচ্ছে। এ অবস্থায় রোগীদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা।

১৯৬২ সালে ৩১ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পর ২০১২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি এটিকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী জনবল বাড়ানো হয়নি। এতে এই হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হচ্ছে। বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগসহ প্রতিদিন রোগী দেখা হয়েছে অন্তত ৮০০ জন। এর মধ্যে বহির্বিভাগে এসেছে ৬০০ এবং জরুরি বিভাগে ২০০ জন। গত জুন মাসের তুলনায় জুলাইয়ের শুরু থেকে হাসপাতালে দৈনিক গড়ে ৪০০ রোগী সেবা নিয়েছে। দৈনিক গড়ে ১৫-২০ জন ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে ৩১ শয্যার হাসপাতালে ভর্তি আছে ৭৮ জন। তাদের মধ্যে শিশু-বৃদ্ধসহ ১৫ জন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। ২৪ ঘণ্টায় বহির্বিভাগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ১০ জন ও ডায়রিয়ার ২৯ জন চিকিৎসা নিয়েছে। এ ছাড়া জ্বর, ঠান্ডা ও কাশিতে আক্রান্ত রোগীও আছে।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বে থাকা (আরএমও) নাজমিন সুলতানা কণা জানান, তাপদাহের পর বৃষ্টি হওয়ায় রোগীর চাপ বেড়েছে। পর্যাপ্ত শয্যা না থাকায় অনেক রোগীকে মেঝেতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক সংকট থাকায় প্রত্যেকে ডাবল শিফটে সেবা দিচ্ছেন।

দামুড়হুদা সদর ও কার্পাসডাঙ্গায় পৃথক দুটি বিট পুলিশিং অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের চিৎলা ও কার্পাসডাঙ্গায় বিট পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা মডেল থানার আয়োজনে পৃথক পৃথক ভাবে দুইটি বিট পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর এর সভাপতিত্বে এবং এস আই রিয়াজুল ইসলামের সঞ্চলায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন হিমেল, মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই আসাদুজ্জামান আসাদ, কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই হারুনুর রশীদ, এএস আই আলমগীর হোসেন, এআসআই ওহিদুল, সদর ইউপি’র ৫ নং ওয়ার্ড সদস্য মতিয়ার রহমান, ৮নং ওয়ার্ড সদস্য হাসান আলী, ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুজ্জামান টোকন, উপজেলা যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগ নেতা ইকরামুল হক, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগত আমন্ত্রীত অতিথি বৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, গ্রাম পুলিশ ও স্থানীয় সর্বস্তরের জনগণ।

বিট পুলিশিং সভায় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আলোচনাকালে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন সহ থানা এলাকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য সব মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া জঙ্গীবাদ, বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং, আত্মহত্যা, পারিবারিক সহিংসতা, নারী ও শিশু নির্যাতন, জুয়া ও গুজব প্রতিরোধ সহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ঈমান হাফেজ মা: মুফতী মো: মামুনুর রশীদ।